ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই যথাক্রমে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৭.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৩৯৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ২৬.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৫১ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় আমদানি ব্যয় অধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাব ঋণাত্মক হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। সর্বশেষ ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এমএফএন গড় আমদানি শুল্কের হার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১৪.৬১ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪.৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

২০১৫ ও ২০১৬ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি নিম্ন পর্যায়ে থাকলেও পর দুই বছর বিশ্ববাণিজ্য মন্থর থাকার পর ২০১৭ সালে তা ঘুরে দাঁড়ায় এবং প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April 2018 অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৪.৯ শতাংশ যা ২০১৬ সালে ছিল ২.৩ শতাংশ। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের তুলনায় ০.২ পার্সেন্টে পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৯ সালে হ্রাস পাবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৬ সালে উক্ত আমদানি প্রবৃদ্ধি ২.৭ শতাংশ অর্জিত হলেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ২ শতাংশে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালে ছিল ১.৮ শতাংশ যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশে এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও ২০১৬ সালে ছিল ২.৬ শতাংশ যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৫.১ শতাংশ ও ৪.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানি উভয়টিরই প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬ ও ৫.১ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৯ সালে উন্নত দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ০.৬ শতাংশ হ্রাস পাবে; একইভাবে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে ২০১৯ সালে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশে দাঁড়াবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৩ শতাংশে দাঁড়াবে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	২.৩	৪.৯	৫.১	৪.৭
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	২.৭	৪.০	৫.১	৪.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	১.৮	৬.৪	৬.০	৫.৬
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	২.০	৪.২	৪.৫	৩.৯
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	২.৬	৬.৪	৫.১	৫.৩

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2017, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ১১,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) ৫,৯০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৬,৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিসহ সেবা খাতে এবং প্রাথমিক খাতে আয় হ্রাস পাবার কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে এ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য গতিধারা অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখচিত্র ৬.১-এ এবং দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারণি ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

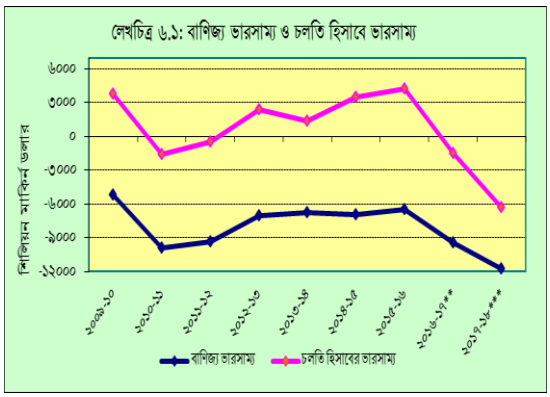

* সাময়িক, ***জুলাই- ফেব্রুয়ারি ২০১৭-১৮।

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭**	২০১৬-১৭***	২০১৭-১৮***
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-৬০৮৯**	**-১১৭৩২**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	২২২৯১	২৪০৮৮
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৭৬৬২	-৩৯৯০১	৪৩৪৯১	-২৮৩৮০	৩৫৮২০
সেবা	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৯**	**-৩১৮৬**	**-২৭০৮**	**-৩২৮৪**	**-২১৮৯**	**-২৯৫৬**
প্রাথমিক আয়	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯১৫**	**-২০০৭**	**-১৩১৯**	**-১৩২৩**
মাধ্যমিক আয়	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৪৫**	**১৩২৮৩**	**৮৪৭৯**	**৯৬৯৩**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	*১২৭৩৫*	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৬*	*১৫১৭০*	*১৪৭১৭*	*১২৫৯১*	*৭০৭১*	*৯২৫০*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৬**	**৩৪৯২**	**৪২৬২**	**-১৪৮০**	**-১১১৮**	**-৬৩১৮**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**১৯১৮**	**৩৩৯৯**	**৩৪৫৩**	**১৭৬৩**	**১৪০৮**	**৪৪৪০**	**৩১০৩**	**৫৯০২**

খাতসমূহ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭**	২০১৬-১৭***	২০১৭-১৮***
মূলধনী হিসাব	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৬৪**	**৩১৪**	**১৯৬**	**১৬৫**
আর্থিক হিসাব	**১৪৩৬**	**২৭৭০**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৯৪৪**	**৪১২৬**	**২৯০৭**	**৫৭৩৭**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(নীট)/১	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১১৭২	১২৮৫	১৬৫৩	১১৭০	১২৬৩
ভুল ভ্রান্তি	**-৯৭৭**	**-৬৫৯**	**৬২৪**	**-৮৮২**	**-৬৩৪**	**-২০৯**	**৪৬৪**	**-৫৬২**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৬৯**	**২৪৪৯**	**-৯৭৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক * সাময়িক **সংশোধিত *** জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক) **নোটঃ** বিওপি'র বিস্তারিত সারণি পরিশিষ্ট-৫৫ তে দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৩৯৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অব্যাহত ছিল। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, তৈরি পোশাক (৫.৯৪%), নিটওয়্যার (১১.৫৬%), হোম টেক্সটাইল (১৬.৬০%), পাটজাত পণ্য (২২.৭৫%), হিমায়িত খাদ্য (৭.০১%) এবং কৃষিজাত পণ্য (৩৯.০৪%) সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, প্রকৌশল সামগ্রী (-৩০.৯০%), প্লাস্টিক সামগ্রী (-২১.২০%), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (-৫.১৫%) এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত (-৮৩.৯২%) সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

		রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮***	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮***	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮***
১। প্রাথমিক পণ্য	১২৬৬	১৩০৫	১২৪৭	৮৯৮	৩.৮	৩.৬০	৩.৬৮	৩.১	-৪.৪১	৬.৭৭
ক) হিমায়িত খাদ্য	৫৬৮	৫৩৬	৫২৬	৩৮৩	১.৬	১.৫২	১.৫৭	-৫.৭	-১.৭৪	৭.০১
খ) চা	৩	২	৪	২	০.০	০.০১	০.০১	-৩৯.০	১৪৪.২৬	-৩১.০৩
গ) কৃষিজাত পণ্য	৩৩৯	৩০৯	২৭৫	২৩৯	০.৯	০.৭৯	০.৯৮	-৮.৮	-১১.১২	৩৯.০৪
ঘ) কাঁচাপাট	১১২	১৭৩	১৬৮	১০৮	০.৫	০.৪৮	০.৪৪	৫৪.৬	-৩.০৮	-১৭.৫২
ঙ) অন্যান্য	২৪৪	২৮৫	২৭৪	১৬৫	০.৮	০.৭৯	০.৬৮	১৬.৭	-৩.৯১	-৭.১৮
২। শিল্পজাত পণ্য	২৯৯২২	৩২৯৭৪	৩৩৫৭৬	২৩৬০৮	৯৬.৩	৯৬.৮৮	৯৬.৭৭	১০.২	১.৮৩	৭.২৭
ক) তৈরি পোশাক	১৩০৬৫	১৪৭৩৯	১৪৩৯৩	১০১৩০	৪৩.২	৪১.৫৩	৪১.৫২	১৩.২	-২.৩৫	৫.৯৪
খ) নিটওয়্যার	১২৪২৭	১৩৩৫৫	১৩৭৫৭	১০১২৬	৩৯.০	৩৯.৭০	৪১.৫০	৭.৫	৩.০১	১১.৫৬
গ) স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১০৭	১০৯	১০৬	৬৯	০.৩	০.৩১	০.২৮	১.৬	-২.৩৭	১.৩০
ঘ) হোম টেক্সটাইল	৮০৪	৭৫৩	৭৯৯	৫৮৩	২.২	২.৩১	২.৩৯	-৬.৪	৬.১৩	১৬.৬০
ঙ) কটন এবং কটন দ্রব্য	১০৭	১০৩	১০৯	৮৫	০.৩	০.৩২	০.৩৫	-৪.০	৬.৫৫	২৩.৬১
চ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৩১	১১৬১	১২৩৪	৭৮৫	৩.৪	৩.৫৬	৩.২২	২.৬	৬.২৯	-৫.১৫
ছ) পাটজাত পণ্য	৭৫৭	৭৪৬	৭৯৫	৬৩৩	২.২	২.২৯	২.৬০	-১.৪	৬.৪৫	২২.৭৫
জ) রাসায়নিক দ্রব্য	১১২	১২৪	১৪০	৯৪	০.৪	০.৪০	০.৩৮	১০.৪	১৩.২১	০.৭২
ঝ) পাদুকা	১৯০	২১৯	২৪১	১৭১	০.৬	০.৭০	০.৭০	১৫.৪	৯.৯০	৭.৭৩
ঞ) প্রকৌশল সামগ্রী	৪৪৭	৫১০	৬৮৯	২২৮	১.৫	১.৯৯	০.৯৩	১৪.১	৩৫.০৫	-৩০.৯০
ট) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৭৮	২৯৭	২৪৪	২৫	০.৯	০.৭০	০.১০	২৮০.৮	-১৭.৯৩	-৮৩.৯২
ঠ) প্লাস্টিক দ্রব্য	১০১	৮৯	১১৭	৬৫	০.৩	০.৩৪	০.২৭	-১১.৯	৩১.৪০	-২১.২০
ণ) সিরামিক দ্রব্য	৪৩	৩৮	৩৯	২৫	০.১	০.১১	০.১০	-১২.৩	৩.৮৫	-২.১৬
ত) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৯	১০	১৪	১১	০.০	০.০৪	০.০৫	১১.২	৪৪.৬৬	১৫.৫৪
থ) অন্যান্য	৫৪৪	৭২১	৮৯৯	৫৭৮	২.০	২.৫৯	২.৩৭	২৪.৩	২৪.৭২	৮.৫২
মোট রপ্তানি	৩১২০৯	৩৪২৫৭	৩৪৬৫৬	২৪৩৯৭	১০০.০	১০০.০০	১০০.০০	৯.৮	১.১৬	৬.৮৩

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *জুলাই- ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ এর তথ্য অনুযায়ী চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৩,৯০০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৫.৯৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে বর্ণিত রপ্তানি আয় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৬.০৮%) ও যুক্তরাজ্য (১১.০৬%)। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০	১৯৫৫.৪	১১৭৪.০	৭৩১.৮	৪৩৫.৮	৫১৫.৭	৪৫৯.০	৪৫৭.২	১৪৭.৫	২৮৬০.৬	১২১৭৭.৯
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৬	২১৭৪.৭	১৩৭৪.০	৯৫৩.১	৪৮৮.৪	৫৭৯.২	৬৫৩.৯	৫৬৪.৪	১৭২.৬	৩৫৫৯.৯	১৪১১০.৮
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	১৫০১.২	২২৬৯.৭	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৫.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৪৮.২	৩৩০.৬	৪৫২২.৩	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৮.০	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.১	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭৬০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৯.০	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪২.০	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৫৪.৬	৩০১৭৬.৮
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৪৯৮৮.০৮	৪০১৭.৬০	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৯৪.০৪	৮৪৫.৯২	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৭২৪.৯৭	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৫৪৭৫.৭৩	৩৫৬৯.২৬	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৫৪৩.০	৩৪৮৪৬.৮৪
২০১৭-১৮*	৩৯০০.২৬	৩৯২৩.৪৮	২৬৯৮.০৬	১৩০০.২১	৫৯৮.২৮	১০৬৯.৬৩	৮৩০.৩৯	৭৩৭.২৭	৭৩১.৯৩	৮৬০৭.৫৪	২৪৩৯৭.০৫
শতকরা হার	১৫.৯৯	১৬.০৮	১১.০৬	৫.৩৩	২.৪৫	৪.৩৮	৩.৪০	৩.০২	৩.০০	৩৫.২৮	১০০.০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো *জুলাই- ফেব্রুয়ারি ।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬.২ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪৭,০০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯.০ শতাংশ বেশি। সারণি ৬.৫-এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামুলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*	২০১৬-১৭**	২০১৭-১৮**
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৫৩২৭	৪৪৭৭	৪২২৭	৪৭২৫	২৭৬৬	৪৯৬৭
চাল	৩৪৭	৫০৮	১১৩	৮৯	৩১	১৩১০
গম	১১১৮	৯৮৩	৯৪৯	১১৯৭	৮১০	১১০১
তৈলবীজ	৫০৮	৩৭৪	৫৩৪	৪৩২	১৭৭	৩২৯
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৯২৯	৩১৬	৩৮৬	৪৭৮	৩১৬	২৩১
তুলা	২৪২৫	২২৯৬	২২৪৫	২৫২৯	১৪৩২	১৯৯৬
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৯৪৭৫	৭৯০৬	৮৪০৩	৮৮৯৪	৫৭৭০	১৬৪০৬
ভোজ্য তৈল	১৭৬১	৯২৪	১৪৫০	১৬২৬	১০২৯	১১৯৭
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	৪০৭০	২০৭৬	২২৭৫	২৮৯৮	১৮৭৮	২১৮৪
সার	১০২৬	১৩৩৯	১১১৭	৭৩৭	৫৮৮	৮২৩
ক্লিংকার	৬১৯	৬৩৮	৫৭৪	৬৪৪	৩৮৪	৪২৬
স্টেপল ফাইবার	৪৯৩	১০৭৮	১০১৮	১০১৭	৬৬৬	৭৮৫
সূতা	১৫০৬	১৮৫১	১৯৬৯	১৯৭২	১২২৫	১৪৫৭
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	২৩৩২	৩৩২১	৩৫৫৬	৩৮১৭	২৫৮১	৯৫৩৪
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	২৩৫৯৮	২৫০০০	২৬৯৩৬	২৯৫৬৯	১৯৫৫৫	৭৮০৮
সর্বমোট (সিআইএফ)	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**৪৩১২২**	**৪৭০০৫**	**৩০৬৭২**	**৩৮৭১৫**
শতকরা পরিবর্তন	১০৫.`৪৯	-০.০৭	৫.৯৪	৯.০০	-	২৬.২

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক *সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৭.৪ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে মালয়েশিয়া (২১.২%) ও ভারত (১৫.২%)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের আমদানি বাবদ মোট ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৪	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩২১৪	৩৮১৯	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৬-১৭**	৩৯৩৫	৮৯৬৭	১৩৯৮	১৩৫১	৪৮৩	৬৫১	৯৮৮	৭৩৬	৬৮৮	১১৪৭৫	৩০৬৭২
২০১৭-১৮**	৫৮৬৭	১০৬১৬	১৪০৫	১৫৬৮	৪৪৫	৭২৫	১১৫৬	১৩৬৮	৮১৮৮	৭৩৭৭	৩৮৭১৫
শতকরা হার	১৫.২	২৭.৪	৩.৬	৪.১	১.১	১.৯	৩.০	৩.৫	২১.২	১৯.১	১০০.০

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক, **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে (৩১ মে ২০০৩ হতে) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি বরং মোট ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৯.১ যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত শতকরা ২.৯৪ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮১.৫ এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৬-১৭ শেষে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় টাকার মান ১.০১ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো

সারণি ৬.৭ ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮*	৮১.৫৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

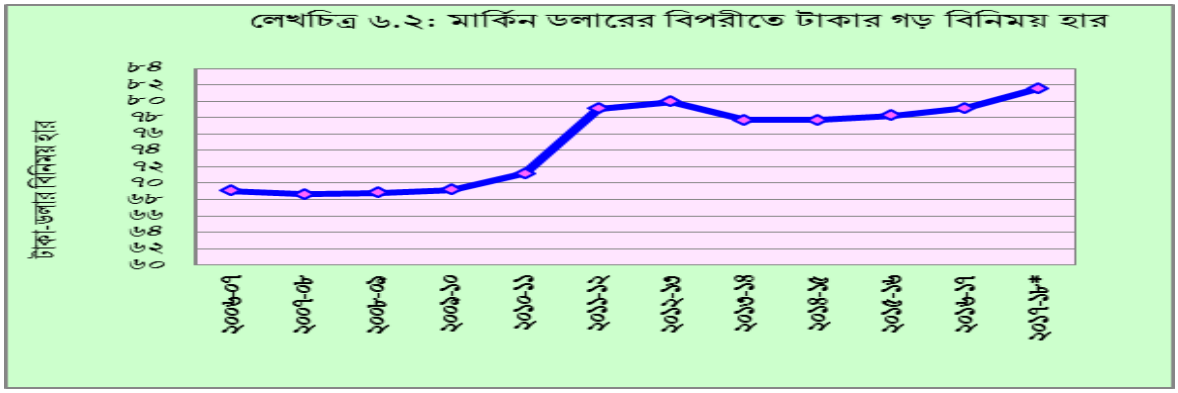

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের ৩০,১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৭ শেষে দাঁড়ায় ৩৩,৪৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হ্রাসের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তঃপ্রবাহ তুলনামূলক কম হয়। ৩০ জুন ২০০৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩- এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
২৮.০২.২০১৮	৩৩৩৬৯

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক।

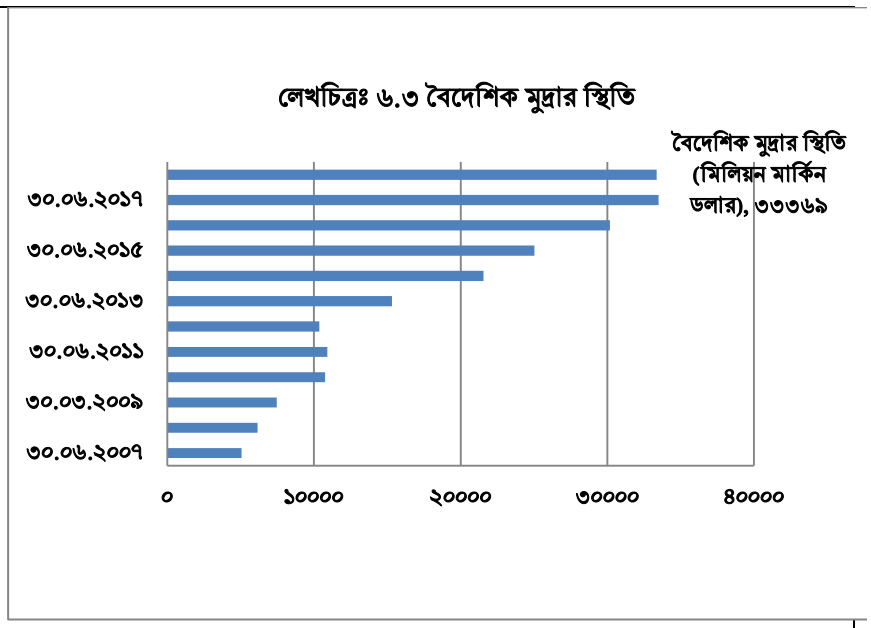

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদি প্রাণি ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৬-১৭ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৪.৬১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টীল প্রোডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে।

সারণি ৬.১০ তে ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১
২০১৭-১৮	১৪.৫৬

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করা, স্টেক হোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম।
- ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল গত বছর এসপিএস এন্ড টিবিটি এবং outcome of the 11th Ministerial conference (MC-11) way forward for the LDC graduation বিষয়ে ২ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-1 এর আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' শিরোনামে ৯,০০,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শিরোনামে দুটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও ডকুমেন্টের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) প্রতিবন্ধকতা দূর করে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। এ প্রকল্পটির আওতায় ডব্লিউটিও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ১৫টি প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর ৯ম মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিদ্যমান পদ্ধতি সহজিকরণের

বিষয়ে 'Agreement on Trade Facilitation' শীর্ষক একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় যা গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

- ডিসেম্বর ২০১৭ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে ডব্লিউটিও'র ১১তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য ১২তম মিনিস্টিরিয়াল সম্মেলনের পূর্বে অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ এর জন্য প্রদত্ত সাবসিডি নিষিদ্ধ করা এবং Irregulated Fishing উৎসাহিত করে এমন কিছু সাবসিডি বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আলোচনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া ই-কমার্স সংক্রান্ত ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিশনের ওপর শুল্ক আরোপ না করার সিদ্ধান্ত হয়। আশা করা যায় উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং মৎস্য সম্পদ রক্ষা পাবে।
- ১০ম মিনিস্টিরিয়াল সম্মেলনে সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin প্রণয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক প্রদত্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে simple transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ই.ইউ, কানাডা এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে চীন তাদের Rules of Origin সহজতর করেছে। সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর সুবিধার আওতায় ইতোমধ্যে ২৪ টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশকে বাজার সুবিধা দেওয়ার জন্য তাদের Schedule of commitment পরিবর্তন করে নতুন Preferential Schedule of commitment ঘোষনা করেছে এবং তা WTO তে Notify করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে সেবা খাতে তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।
- ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্ক-ভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্ক-ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৯৮৭টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩টি। SAFTA-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা চলছে।

- **সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস):** ২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে SAARC Agreement on Trade in Services (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেন্টারে অফার দিয়ে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এ সংক্রান্ত শিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ

খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

- **এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)ঃ** আপটা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য দেশসমূহ হল: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা এবং লাওস। বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। APTA-এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে যা এখনো কার্যকর আছে। ইতোমধ্যে APTA-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে যা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ১১,৫০২ টি পণ্য সদস্য দেশে (চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, লাওস, শ্রীলংকা) হ্রাসকৃত শুল্কে রপ্তানি সুবিধা পাবে।
- **টিপিএস-ওআইসিঃ** ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ৪০টি সদস্য দেশ এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট-এ স্বাক্ষর এবং ৩০টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। ২০০২ সালে ১০টি ওআইসিভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কার্যকর হয়। TPS-OIC এর আওতায় গঠিত ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটি (টিএনসি) ইতোমধ্যে প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ 'Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC' (PRETAS) চূড়ান্ত করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশ Protocol-এ অনুসমর্থন করেছে। ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে । বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। বর্তমানে অফার লিস্টটি WCO -এর এইচএসকোড-২০০৭ সাল অনুসারে প্রণীত ৪৭৬টি পণ্যের লিস্ট এইচএসকোড-২০১২ তে রূপান্তর করায় পণ্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪০টি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে PRETAS কার্যকর হওয়ায় শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রথম তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড লাভ করেছে বিধায় উল্লিখিত তারিখ হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করার বাধ্যবাধকতা নেই।
- **ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)ঃ** ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুন তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে ডি-৮ নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৮ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান ও নাইজেরিয়া এ চারটি দেশ অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ২৫ আগষ্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল পর্যন্ত মিশর ব্যতীত বাংলাদেশসহ চুক্তিভুক্ত অন্যান্য দেশ ডি-৮ চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী সকল দেশে শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।

- **দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে ১৩টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) টেকনোলজি, (৩) এনার্জি, (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন, (৫) ট্যুরিজম, (৬) ফিশারিজ, (৭) এগ্রিকালচার, (৮) কালচারাল অপারেশন, (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, (১০) পাবলিক হেলথ, (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন এবং (১৩) কাউন্টার টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। ১১তম ও ১৮তম বিমসটেক টিএনসি সভায় (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৩) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০তম টিএনসি সভা ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। টিএনসি'র এ সভায় কাস্টমস বিষয়ে প্রটোকল এর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য ভারতকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বিষয়টি পরবর্তী টিএনসি'র সভায় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেবাখাত ও বিনিয়োগ- এর উপর নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, এ সভায় নেপালকে ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু ও সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত এক বছর সময় প্রদান করা হয়েছে।

ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)ঃ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফটিএ পলিসি গাইডলাইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তুরস্ক, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। তাছাড়া চীন, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের পিটিএ/ এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ২০০৬ সালে একটি অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যচুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে যা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ অদ্যাবধি চল্লিশটিরও বেশি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি মূলত good will প্রকৃতির চুক্তি যাতে সাধারণত শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নে এবং বাণিজ্য সহজীকরণে এই চুক্তি সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

- **বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত মেজার্স**

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর আরোপিত বিভিন্ন মেজার্স (যেমন-এন্টি ডাম্পিং ডিউটি, কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি ও সেইফগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পাকিস্তান ও ভারত বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করলে কমিশন বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

EU-Bangladesh Business Climate Dialogue: বাংলাদেশে অবস্থানরত EUদেশসমূহের ৯ জন রাষ্ট্রদূত এবং ৫টি জয়েন্ট চেম্বারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে EU দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে Dialogue চলমান রয়েছে। গত ২৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Dialogue বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সহযোগী EU দেশসমূহের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিষয় ভিত্তিক ৫টি Working Group গঠন করে বাণিজ্য সহজীকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

Cross-border Paperless Facilitation: আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে UNESCAP এর উদ্যোগে প্রণীত 'Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in

Asia and the Pacific' এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা হলে ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত সময় ও খরচ বিশেষ করে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।